ভারতীয়

ন্যায়

সংহিতা

2023

মধ্যবর্তী স্তর
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

সেপ্টেম্বর 2024

কার্তিক ১৯৪৬

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

৮৫.০০

প্রকাশনা বিভাগে প্রকাশিত সচিব, জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নয়াদিল্লি 110016 এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত , বি - 3/1, ওখলা শিল্প এলাকা, ফেজ - ২, নয়াদিল্লি 110016

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 সংখ্যক পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

<u>বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী</u>

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক

2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক

3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক

4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা

5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভোঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ

6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা

7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান

8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম

9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া

10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া

11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়

12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)

13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া

14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

মধ্যবর্তী স্তর

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

শিখন ফলাফল :

এই মডিউলটি পড়ার পর, তুমি সমর্থ হবে :

- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইন কীভাবে ভারতের আইনি ব্যবস্থাকে আকার দিয়েছে তা বুঝতে
- স্বাধীনতার পর ভারতের আইনি ব্যবস্থার বিবর্তন জানতে
- সমাজে উদীয়মান সমস্যা এবং নতুন ধরনের অপরাধগুলির মোকাবেলা করার লক্ষে ধারাবাহিক আইনি সংস্কারের গুরুত্ব বুঝতে
- নতুন ফৌজদারী আইন – ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) – যে পরিবর্তনগুলি এনেছে তা জানতে

ভারতে ফৌজদারী আইনের বিবর্তন

ভারতে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা প্রাক-স্বাধীনতা সময়ের ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। 1860 সালে একটি ভারতীয় দন্ডবিধি (Indian Penal Code, IPC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করেছিল এবং উপযুক্ত শাস্তির বিধান দিয়েছিল। এটি ব্রিটিশ ফৌজদারী আইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছিল। ফৌজদারী প্রক্রিয়ার সংহিতা (Code of Criminal Procedure) 1861 সালে বিধিবদ্ধ করা হয়। এটি একটি ফৌজদারী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে যে নিয়মগুলি পালন করা হবে তা প্রতিষ্ঠিত করে। 2000 সালে আধুনিক সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য ভারত সরকার কেরল ও কর্ণাটকের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জে. এস. মলিমঠের নেতৃত্বে শতাব্দী প্রাচীন ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করে।

2023 সালে সমসাময়িক প্রয়োজন মেটাবার জন্য ভারত গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলির সংশোধন করে। ভারতীয় দন্ডবিধি (1860) ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) দ্বারা, ফৌজদারী প্রক্রিয়ার সংহিতা (1861) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) দ্বারা এবং ভারতীয় প্রমাণ আইন (1872) ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই নতুন আইনগুলি নারী এবং শিশু সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিধান সহ আধুনিক বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করে, এবং ভারতের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিবর্তন চিহ্নিত করে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)

BNS 2023 সালের 25 ডিসেম্বর বিধিবদ্ধ করা হয় এবং এটি 1860 সালের ভারতীয় দন্ডবিধি (IPC) প্রতিস্থাপন করে 2024 সালের 1 জুলাই বলবৎ হয়। আইন প্রণেতা এবং আইন বিশেষজ্ঞদের পুরনো সংহিতাকে আধুনিক প্রয়োজনের পক্ষে অনুপযুক্ত মনে হয়েছিল এবং তাঁরা এটির সামগ্রিক আধুনিকীকরণ চাইছিলেন। সমসাময়িক সামাজিক পরিবর্তন এবং অপরাধের উদীয়মান ধরনের কারণে নতুন BNS 2023 পুরনো IPC কে প্রতিস্থাপন করে।

BNS, 2023 র তাৎপর্য

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 কে ভারতীয়দের জন্য এবং ভারতীয়দের দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ মনে করা হয় কারণ এটি ঔপনিবেশিক কালে প্রণীত ভারতীয় দন্ডবিধি (IPC) র সমাপ্তি চিহ্নিত করে। রাষ্ট্রদ্রোহের, যা ঔপনিবেশিক কালের সব থেকে বিতর্কিত আইন ছিল, BNS এ কোনও স্থান নেই এবং এটি সেই সব মানুষকে আশাবাদী করে যারা ভারতীয় আইন এবং শাস্তি ব্যবস্থায় এই ধরনের পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করছিলেন। BNS এর মধ্যে শাস্তির নতুন ধরন যেমন জনসেবা আর লঘু অপরাধের জন্য শাস্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আসামীদের লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিচারপ্রক্রিয়া এবং কারাবাস থেকে দূরে রাখবে। সময় পরিবর্তনের সাথে এবং প্রযুক্তির উন্নতির সাথে, সামাজিক প্রয়োজন এবং অপরাধের ধরন পালটে গেছে।

BNS এই উন্নতিগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে কিছু বিধান এনেছে, যেমন সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত শাস্তি, যা প্রথমে IPC তে ছিল না। সামাজিক রীতি এবং মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠা রেখে, নারীদের প্রতি অপরাধের ক্ষেত্রে BNS অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে শাস্তির পরিসর বিস্তৃত করেছে। তাছাড়া, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা তার অন্তর্ভুক্তির বিস্তৃত পরিসরের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ যার মধ্যে রয়েছে বর্তমান ভারতবর্ষে বহুলাংশে বিদ্যমান অপরাধ যেমন ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণ, মানহানি এবং গণপ্রহার। BNS এ পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত শাস্তিও রয়েছে যা বর্তমান সময় ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন বোঝায়। সুতরাং, বর্তমান সময়ের অপরাধের মোকাবেলা করতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- BNS এ 20টি অধ্যায়, 358টি ধারা রয়েছে (IPC তে 511টি ধারা আছে)।
- IPC র তুলনায় BNS এ বর্ধিত জরিমানা এবং বেশি পরিমাণে শাস্তি রয়েছে। এ ছাড়া, জনসেবার মত শাস্তির নতুন ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- এটি তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিন্যস্ত, যেমন নারী এবং শিশুদের প্রতি অপরাধ অধ্যায় 5 এ একত্রিত করা হয়েছে (IPC তে তা বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে)।
- ধারা 2(8) এ, 'নথি' র মধ্যে 'ইলেক্ট্রনিক ও ডিজিটাল রেকর্ড' ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- ধারা 2(10) এ, 'লিঙ্গ' অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। এটি পুরুষ, মহিলা এবং উভলিঙ্গ বোঝায়।
- একইভাবে, ধারা 2(3) এ 'শিশু' বলতে বোঝায় 18 বছরের কম কোনও ব্যক্তি।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি এনেছে

নবপ্রবর্তিত BNS পূর্ববর্তী ভারতীয় দন্ডবিধি (IPC) র মূল সারমর্ম এবং প্রয়োজনীয় বিধান বজায় রেখে তাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলঃ

1. **শাস্তির একটি ধরন হিসাবে জনসেবাঃ** IPC তে অনুপস্থিত এই ধারণাটি এখন লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার মধ্যে রয়েছে কোনও ঘোষণার সাড়ায় উপস্থিত না হওয়া, আত্মহত্যার চেষ্টা, মদ্যপ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশ্যে অশোভন আচরণ, মানহানি ইত্যাদি। এই বিধার অপরাধীদের বিনা পারিশ্রমিকে এমন কাজ করতে হয় যা জনগণের কাজে লাগে। এইভাবে তারা তাদের কাজের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখে (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

2. **রাষ্ট্রদ্রোহঃ** ভারতীয় দন্ডবিধি (IPC) র ধারা 124 A বলে যে কোনও ব্যক্তি যদি এমন শব্দ ব্যবহার করে, তা মৌখিক, লিখিত অথবা ইশারা বা দৃশ্যমান উপস্থাপনা হোক না কেন, যা ভারত সরকারের প্রতি ঘৃণা, অবমাননা অথবা অসন্তোষ আনয়ন করে, তাকে আজীবন কারাদন্ড, অথবা জরিমানাসহ তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা শুধু জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রদ্রোহ, যা ব্রিটিশ আমলে একটি কঠোর আইন হিসাবে দেখা হত, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভয় দেখাতে এবং দমন করতে ব্যবহার করা হত। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হল কলকাতা উচ্চ আদালতে 1891 সালে সম্রাজ্ঞী বনাম যোগেন্দ্র চন্দ্র বোস মামলা, যেখানে ব্রিটিশ সরকারের নীতির সমালোচনা প্রকাশিত করার জন্য ব্যক্তিদের বিচার করা হয় (পার্থসারথি, 2023)। 1897 সালে, বাল গঙ্গাধর তিলককে তাঁর ভাষণের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মহাত্মা গান্ধীকেও Young India Journal এ তাঁর লেখার জন্য 1922 সালে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে ছয় বছর কারাদন্ড দেওয়া হয়।

BNS IPC র ধারা 124 A রদ করে তার বদলে ধারা 152 প্রবর্তন করে। 'রাষ্ট্রদ্রোহ' শব্দটির বদলে BNS এর ধারা 152 এমন ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত যা ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং অখন্ডতা বিপন্ন করে (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)। এই পরিবর্তনটি BNS এর সমসাময়িক সমস্যার সাথে মানিয়ে নেওয়া এবং রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের আওতায় আসা ধারণার প্রতি ব্যাপক দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত করে।

সক্রিয়তাঃ ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলার ঐতিহাসিক বিকাশ সংক্রান্ত সংবাদপত্রের কাটিং প্রদর্শন করতে শিক্ষার্থীদের বলতে হবে।

3. বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে অপরাধ সংঘটনঃ ইন্টারনেট, সমাজ মাধ্যম মঞ্চ এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের কারণে এই উন্নতির সাহায্যে সংঘটিত অসৎ কাজ অথবা অপরাধের মোকাবেলা করার জন্য নতুন আইনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 2024 সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত, ভারতীয় নাগরিকদের সাইবার অপরাধের দৌলতে 1750 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, যেমনটা গৃহ মন্ত্রালয় পরিচালিত ন্যাশনাল সাইবারক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালে (National Cybercrime Reporting Portal, Ministry of Home Affairs, 2024) দায়ের করা 740,000 এরও বেশি অভিযোগের মাধ্যমে জানা যায়। এই সাম্প্রতিক অপরাধগুলি 1860 সালের IPC র আওতায় ছিল না।

এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য BNS এর ধারা 2 (39) প্রবর্তিত হয়েছে। এটি নির্দিষ্ট করে যে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মাধ্যম সংক্রান্ত সমস্ত শব্দের অর্থ যেমন তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000 এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023 (BNSS, 2023) দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছে, তাই হবে। তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000 ডাটা, কম্পিউটার সিস্টেম, সাইবার অপরাধ, সাইবার সুরক্ষা, ডিজিটাল স্বাক্ষর ইত্যাদি শব্দগুলি অধ্যায় I ভারত সরকারে সংজ্ঞায়িত করে (Government of India, 2000)। এই অপরাধগুলির শাস্তি আজীবন কারাদন্ড পর্যন্ত হতে পারে। তাছাড়া, BNS এর ধারা 2 (8) বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'নথি' র সংজ্ঞা বিস্তৃত করেছে, এতে এগুলির সব ধরনের আইনি স্বীকৃতি বৃদ্ধি পায়।

সক্রিয়তাঃ সাইবার অপরাধের বিভিন্ন ধরন এবং সেগুলি কীভাবে BNS এর আওতায় প্রশমিত করা যায় সে সম্পর্কে সচিত্র উপস্থাপনা করতে শিক্ষার্থীদের বলতে হবে।

4. মানহানিঃ IPC র ধারা 499 অনুযায়ী, "যে কেউ, উচ্চারণ করা অথবা পাঠ করার উদ্দেশ্যে শব্দের দ্বারা, অথবা ইঙ্গিত কিংবা দৃশ্যমান উপস্থাপনা দ্বারা, কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে কোনও অভিযোগ করে অথবা প্রকাশিত করে, সেই ব্যক্তির সুনাম ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে অথবা এটি জেনে কিংবা তার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে এই ধরনের অভিযোগ সেই ব্যক্তির সুনাম ক্ষুণ্ন করবে,তাহলে সে মানহানি সংঘটিত করে" (IPC, 1860)। যে কেউ অন্য ব্যক্তির মানহানি করলে, তাকে সাধারণ কারাবাস যা দু বছর সময় পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে, অথবা জরিমানা, অথবা দুটোই দ্বারা দন্ডিত করা হবে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) র আওতায়, এখন এই শাস্তির মধ্যে রয়েছে দু বছর সময় পর্যন্ত কারাবাস, অথবা জরিমানা, অথবা দুটোই, এবং জনসেবার বিকল্প (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

সক্রিয়তাঃ শ্রেণিকে দু ভাগে ভাগ করে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মানহানির প্রভাব নিয়ে একটি চরিত্রায়ন প্রস্তুত করতে শিক্ষার্থীদের বলতে হবে।

5. আত্মহত্যা করার চেষ্টাঃ IPC র ধারা 309 আত্মহত্যার চেষ্টাকে ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল, যা ইতিমধ্যে দুঃখী এবং মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করত (ভারতীয় দন্ডবিধি, 1860)। 2017 সালের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আইন (Mental Healthcare Act, MHCA) আত্মহত্যার চেষ্টাকে অপরাধমূলকহীন করার প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু IPC র অপরাধীকরণের জন্য বিভ্রান্তি বজায় থাকছিল।

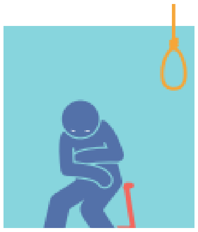

BNS বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছে এই বলে যে আত্মহত্যার চেষ্টা ততক্ষণ ফৌজদারী অপরাধ নয়, যতক্ষণ সেটি কোনও সরকারি কর্মচারীকে তাঁর দায়িত্বপালন থেকে নিবৃত্ত বা বাধ্য করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত না হয়। এই সব ক্ষেত্রে, শাস্তি হতে পারে এক বছর পর্যন্ত সাধারণ কারাবাস, অথবা জনসেবা, অথবা দুটিই।

সক্রিয়তাঃ আত্মহত্যা প্রতিরোধের লক্ষ্যে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করতে হবে। একটি পরামর্শদানের অধিবেশনও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

6. গণপ্রহারঃ গণপ্রহার গোষ্ঠীগত 'ন্যায়' এর আড়ালে একটি বর্বরোচিত কাজ যাতে আইনি প্রক্রিয়া এড়িয়ে একজন ব্যক্তিকে তথাকথিত অপরাধের জন্য মেরে ফেলা হয় (শ্রীবাস্তব, 2024)। IPC এই বিষয়ে কিছু বলেনি এখন BNS এ গণপ্রহার সম্পর্কে বিধান রয়েছে, এবং শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে।

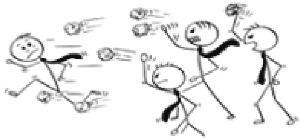

7. অপ্রাপ্তবয়স্কর ধর্ষণঃ IPC র ধারা 376 র আওতায়, কেউ ধর্ষণ করলে তাকে দশ বছরের কম কারাবাসে দন্ডিত করা হত না। এটি বেড়ে আজীবন কারাবাসও হতে পারত এবং তা জরিমানাযোগ্যও ছিল। BNS এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত বাড়িয়ে একে আরও কঠোর করে তুলেছে (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

8. সন্ত্রাসবাদঃ BNS, 2023 এর ধারা 111 সন্ত্রাসবাদী কাজের অপরাধ সম্পর্কে বলে।
"(1) একজন ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদী কাজ সংঘটিত করে যদি সে ভারতে অথবা বিদেশে, ভারতের ঐক্য, অখন্ডতা এবং সুরক্ষা বিপন্ন করা, সাধারণ মানুষ অথবা তাদের একটি অংশকে ভয় দেখানো অথবা জনগণের শান্তি ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করে।" (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

BNS সন্ত্রাসবাদকে প্রথমবার সাধারণ আইনের অংশরূপে একটি পৃথক অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছে (খান, 2023)। এটি বলে যে কেউ যদি কোনও সন্ত্রাসবাদী কাজ করে, এই ধারার বিধান অনুযায়ী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে, যা হবে আজীবন কারাবাস অথবা মৃত্যুদন্ড, প্যারোল ছাড়া এবং দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও হতে পারে (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)। BNS সাধারণ মানুষের কোনও অংশকে 'ভয় দেখানো' অথবা 'জনগণের শান্তি ব্যাহত করা' অন্তর্ভুক্ত করে এর পরিসর বর্ধিত করেছে।

সক্রিয়তাঃ সন্ত্রাসবাদ এবং তার কারণ, ফলাফল এবং প্রতিরোধের উপর একটি দলগত আলোচনার আয়োজন করতে হবে।

9. সংগঠিত অপরাধঃ BNS ধারা 111 র আওতায় সংগঠিত অপরাধ প্রবর্তন করে বলছে যে, কোনও ধারাবাহিক কার্যাবলি যা প্রকৃতিগতভাবে বেআইনি এবং সমাজের ক্ষতি করে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড, কারাবাস এবং জরিমানা। এই ধারাটি উদ্ধৃত করেঃ

111. (1) যে কোনও ধারাবাহিক বেআইনি কার্যাবলি যেমন অপহরণ, চুরি, বাহন চুরি, বলপূর্বক অর্থ আদায়, জমি দখল, চুক্তিবদ্ধ হত্যা, অর্থনৈতিক অপরাধ, গুরুতর ফলাফলযুক্ত সাইবার অপরাধ, মানুষ, ড্রাগ, অস্ত্র অথবা পণ্য অথবা পরিষেবার পাচার, বেশ্যাবৃত্তি অথবা মুক্তিপণের জন্য মানুষ পাচারচক্র, যা একযোগে কাজ করা এক দল ব্যক্তির প্রচেষ্টা দ্বারা, একা অথবা একসাথে, হয় সংগঠিত অপরাধ সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবে অথবা এমন কোনও সিন্ডিকেটের হয়ে, সহিংসতা, সহিংসতার হুমকি, ভয় দেখানো, বলপ্রয়োগ, দুর্নীতি অথবা এই ধরনের কার্যাবলি অথবা অন্য বেআইনি সাধন ব্যবহার করে অর্থনৈতিক লাভ সহ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ পার্থিব লাভ অর্জন করার জন্য ঘটে, সংগঠিত অপরাধের আওতায় পড়বে।

তাছাড়া, BNS আইন ধারা 110 এ 'তুচ্ছ অপরাধ' এর ধারণারও প্রবর্তন করেছে। এর অর্থ হল লঘু সংগঠিত অপরাধ অথবা সাধারণভাবে এমন অপরাধ যা এই দেশের নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি করে। এই ধরনের অপরাধের শাস্তি হবে এক বছরের কারাবাস যা বেড়ে সাত বছরও হতে পারে এবং সেই ব্যক্তির জরিমানাও হবে।

সক্রিয়তাঃ মানুষ পাচার সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।

10. ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণঃ BNS এর আওতায় ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণ (hate speech) সম্পর্কে বিধান ভারতীয় দন্ডবিধির (IPC) ধারা 153 A, ধারা 295 A এবং ধারা 505 এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং এই ধরনের ভাষণের প্রচারে ডিজিটাল মঞ্চগুলির বর্ধিত ভূমিকা উপলব্ধি করে, BNS ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণের মোকাবেলা করার জন্য এটিকে একটি অপরাধ হিসাবে ধরে বিধানগুলিকে আরও ব্যাপক এবং আধুনিক করেছে, এটি IPC র আওতায় সংজ্ঞায়িত ছিল না। এই ধারায় শাস্তি হল আরও বেশি জরিমানা এবং তিন বছর পর্যন্ত কারাবাস (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

সক্রিয়তাঃ গত পাঁচ বছরের ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণ সম্পর্কিত সংবাদপত্র কাটিং শিক্ষার্থীদের আনতে বলতে হবে।

11. পরিবেশ দূষণঃ বর্তমান পরিবেশ সংকট চিহ্নিত করে, আজকের সমাজে পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে পরিবেশগত সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য BNS নির্দিষ্ট বিধানের প্রবর্তন করে। এই বিধানগুলি সেই কাজগুলিকে শাস্তিযোগ্য করে, যেগুলি পরিবেশের ক্ষতি করে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের আরো কঠোর লাগু হওয়া নিশ্চিত করে, যেখানে শাস্তি দশ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

সক্রিয়তা

1. পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিবেশগত অবক্ষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতে হবে।
2. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের আশেপাশের জায়গায় একটি বৃক্ষরোপণ এবং স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

12. **প্রতারণামূলক উপায়ে যৌনমিলন:** BNS এর ধারা 69 এ ধর্ষণের আওতায় আসা প্রতারণামূলক উপায়ে যৌন মিলনের অপরাধটি মোকাবেলা করার বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে প্রতারণামূলক উপায়ের মধ্যে রয়েছে চাকরি অথবা পদোন্নতির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, পরিচয় গোপন করে বিবাহ করা অথবা প্রলোভন দেখানো (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)। এই অপরাধের শাস্তির মধ্যে রয়েছে 10 বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং এক্ষেত্রে জরিমানা করা যাবে।

কুইজ

1. নিম্নলিখিতর মধ্যে কোনটি ভারতের ন্যায় সংহিতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে?

(a) ফৌজদারী প্রক্রিয়ার সংহিতা
(b) ভারতীয় দন্ডবিধি
(c) প্রমাণ আইন
(d) শাস্তি সংহিতা

(উত্তরঃ b)

2. BNS কবে বিধিবদ্ধ হয়েছিল?

(a) 1 জুন 2020
(b) 1 জুলাই 2023
(c) 25 ডিসেম্বর 2023
(d) 25 ডিসেম্বর 2024

(উত্তরঃ c)

3. ভারতীয় দণ্ডবিধির খসড়া কে তৈরি করেছিল?

(a) ওয়ারেন হেস্টিংস
(b) টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে
(c) লর্ড মাউন্টব্যাটেন
(d) রানী এলিজাবেথ

(উত্তরঃ b)

4. ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 124 A কী বিষয়ে?

(a) রাষ্ট্রদ্রোহ
(b) নারীদের প্রতি অপরাধ
(c) মানহানি
(d) অপ্রাপ্তবয়স্কর ধর্ষণ

(উত্তরঃ a)

5. নিচে দেওয়া ছবিগুলো থেকে তুমি কী বুঝতে পার?

(a) শাস্তি হিসাবে জনসেবা
(b) মানহানি
(c) গণপ্রহার
(d) সন্ত্রাসবাদ

(উত্তরঃ a)

6. নিচের কোনটি একটি সংগঠিত অপরাধ?

(a) ধর্ষণ
(b) সন্ত্রাসবাদ
(c) মানুষ পাচার
(d) মানহানি

(উত্তরঃ c)

বাবা মার জন্য বার্তা

শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ গড়ে তোলার ভিত্তি। আজ আমরা তাদের যা শেখাব তা অবশ্যই আগামীকাল তাদের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। আমরা আমাদের শিশুদের কী শেখাবো এবং তাদের উপর সেটার কী প্রভাব পড়বে সেই বিষয়ে যত্ন নেওয়া এবং সবাইকে সচেতন করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস অবশ্যই ভবিষ্যতে আমাদের শিশুদের সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করবে। শিশুরা প্রথমে তাদের বাবা মার কাছ থেকে শেখে এবং তারপরে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কথা পালন করে।

আমরা আপনাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি যে ঘরে এবং বাইরে ওদের ক্রিয়াকলাপ এবং শিখন সম্পর্কে সচেতন হয়ে আপনি আপনার শিশুকে লালন করতে আমাদের সাহায্য করবেন। আমরা আপনাকে অনুরোধ করব যে ঘরে বাইরে আপনার শিশুর আচরণ এবং সমস্যা সম্মুখীন হওয়ার যে কোনও ইঙ্গিত সম্পর্কে সজাগ থাকবেন। তাদের শারীরিক, আবেগগত এবং মানসিক অস্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে এমন না বলা সমস্যার কারণে জন্মানো বিষন্নতা এবং আত্মহত্যার চিন্তা থেকে এই তথ্যগুলি অনেক জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারবে। আসুন আমরা একসাথে একটি সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তুলি যেখানে শিশুরা ঘরে এবং বাইরে তারা যে সমস্যা এবং সংগ্রামের মুখোমুখি হয় তার সম্পর্কে খোলাখুলি ভাবে বলতে পারে।

তথ্যসূত্র

Deeksha, N.D. Decolonisation of IPC: The Paradigm shift in India's criminal justice system with the idea of 'Nyaya' under Bharatiya Nyaay Sanhita. SCC Times. Retrieved on July 1, 2024.

Government of India. 2000. The Information Technology Act. www.indiacode.nic.in

Jois. J.M. 1984 (republish 2010). Legal and Constitutional History of India: Ancient Legal, Judicial and Constitutional System. Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.

Ministry of Home Affairs. 2023. Bharatiya Nyaay Sanhita.
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250883_english_01042024.pdf

Ministry of Home Affairs. 1860. Indian Penal Code. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2023-02/IPC1860_27022023.pdf

Ministry of Home Affairs. 2024. National Cybercrime Reporting Portal.

Mishra, A. 2023. Indian Criminal Reformation: A critical analysis. International Journal of Reviews and Research in Social Sciences. doi:10.52711/2454-2687.2023.00002.

Parthasarathy, M. 2022. Sedition Law in India: A Timeline. Supreme Court Observer.

Shrivastava, S. and A. Agarwal. 2024. Criminalisation of Mob Lynching under the Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita 2023. NUALS Law Journal. https://nualslawjournal.com/2024/04/22/criminalisation-of-mob-lynching-under-the-bharatiya-nyaay-second-sanhita-2023/

UN342

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING